কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং

ফিশারের তত্ত্ব ও কেমব্রিজ তত্ত্বের তুলনা —

সাদৃশ্য —

(ক) উভয় তত্ত্বেই বলা হয়েছে যে দ্রব্যের অর্থের যোগানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও আনুপাতিক ভাবে যুক্ত।

(খ) বৈশিষ্ট্যবিশ্লেষণের এই দুটি তত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন - কেমব্রিজ তত্ত্বের $P = \frac{M}{KY}$ এবং ফিশারীয় তত্ত্বের $P = \frac{MV}{T}$ সমীকরণ দুটি কার্যত একই সমীকরণ, $V = \frac{1}{K}$ অথবা $K = \frac{1}{V}$ হলে সমীকরণ দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

পার্থক্য —

(ক) ফিশারের সমীকরণে লেনদেনের মোট পরিমাণ (T) দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কেমব্রিজ সমীকরণে তার পরিবর্তে জাতীয় আয়কে দেওয়া হয়েছে।

(খ) ফিশারের সমীকরণে 'V' অর্থাৎ অর্থের চলনকে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কেমব্রিজ সমীকরণে 'V'এর পরিবর্তে 'K' প্রদান করা হয়েছে। 'K' হলো আয়ের যে অংশ নগদ অর্থের আকারে ধরে রাখা হয় তাকে।

(গ) ফিশারের সমীকরণে ব্যাঙ্কব্যবস্থার যোগানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এখানে দেখা হয়েছে জনসাধারণ তাদের আয়ের পুরোটাই অর্থরূপে কিনতে শুরু করে। কোন একটি অংশ হাতে ধরে রাখতে চায় না। অন্যদিকে কেমব্রিজ সমীকরণে অর্থের চাহিদার দিকটিতে ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কেমব্রিজ সমীকরণে ধরা হয়েছে যে জনসাধারণ তাদের আয়ের একটি অংশ অর্থরূপে রাখতে চায়। একটি নির্দিষ্ট অনুপাত অর্থের আকারে হাতে ধরে রাখতে চায়। এই অনুপাত দ্বারাই অর্থের চাহিদা নির্ধারিত হয়।

কাজেই কেমব্রিজ সমীকরণে দেখা যায় যে অর্থের চাহিদা মুদ্রাআয় ব্যয় করার ওপর নয়, অর্থ হাতে ধরে রাখা চাহিদা ও কেমব্রিজ সমীকরণে বিচার করা হয়েছে, এবং এই চাহিদা আয়ের উপর নির্ভরশীল।

ফিশারের সমীকরণে অর্থ মুদ্রাআয় বিনিময়ের মাধ্যম, কেমব্রিজ সমীকরণে অর্থ সঞ্চয় বা সম্পদ হিসাবে ও কাজ করে।

কাজেই দেখা যায় কেমব্রিজ সমীকরণটি ফিশারের সমীকরণের পরিপূরক। পরবর্তী কালে কেইনস ও অর্থের চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয়গুলোর মধ্যে জাতীয় আয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

—X—